ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-৪০০২
আগরতলা, ২৭ নভেম্বর, ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সারা দেশে বসবাসরত জনজাতিদের আর্থ ও সামাজিক মান উন্নয়নে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ঃ ন্যাশনাল কমিশন অব সিডিউল ট্রাইবস'র চেয়ারপার্সন

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সারা দেশে বসবাসরত জনজাতিদের আর্থ ও সামাজিক মান উন্নয়নে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এই উদ্যোগসমূহ দেশের জনজাতিদের কাছে যাতে যথাযথভাবে পৌঁছায় তা মনিটরিং করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় তপশিলি উপজাতি কমিশন গঠন করেছে। কমিশন প্রতিবছর রাষ্ট্রপতির কাছে জনজাতিদের বিষয়ে রিপোর্ট পেশ করে। আজ সোনারতরী রাজ্য অতিথিশালায় ন্যাশনাল কমিশন অব সিডিউল ট্রাইবস'র চেয়ারপার্সন অন্তর সিং আর্য এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই সংবাদ জানান। তিনি বলেন, এই কমিশন গত ২৫-নভেম্বর থেকে রাজ্যের তপশিলি জনজাতি অধ্যুষিত বিভিন্ন গ্রাম পরিদর্শন করে। গতকাল (২৬- নভেম্বর) সাংসদ, বিধায়ক, টিটিএএডিসি'র জনপ্রতিনিধি, জনজাতি গোষ্ঠীর সমাজপতি ও এনজিও'র সাথে জনজাতিদের উন্নয়নের বিষয়ে বৈঠক হয়েছে। কমিশন আজ লেফুঙ্গা ব্লক পরিদর্শন করে। পরিদর্শনকালে বহু জনজাতি যুবক-যুবতীর সাথে মতবিনিময় করা হয়। সিনড ফাউন্ডেশান ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল প্রাঙ্গণে কমিশন বৃক্ষরোপনে অংশ নেয়। এছাড়া কমিশন সিকল সেল অ্যানিমিয়া হেলথ চেক আপ ক্যাম্প পরিদর্শন করে।

জাতীয় তপশিলি উপজাতি কমিশনের চেয়ারপার্সন অন্তর সিং আর্য জানান, বর্তমান কমিশন ২০২৪ সালের মার্চ মাসে দায়িত্বভার গ্রহণ করে। দায়িত্ব গ্রহণের পর এই কমিশন গত দেড় বছর ধরে সারা দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বসবাসরত জনজাতিদের সার্বিক উন্নয়নের চিত্র সরেজমিনে পরিদর্শন করছে। আজ সোনারতরী স্টেট গেষ্ট হাউজে জনজাতি কল্যাণে রাজ্যভিত্তিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই পর্যালোচনা সভায় চেয়ারপার্সন ছাড়াও কমিশনের সদস্য নিরুপম চাকমা, সদস্যা ড. আশা লাকরা, রাজ্যের মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, এডিজি জি এস রাও, জাতীয় তপশিলি উপজাতি কমিশনের সচিব প্রশান্ত কুমার সিং, জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব শশী কুমার, টিটিএএডিসি'র ভারপ্রাপ্ত সিইও রাভেল হেমেন্দ্র কুমার সহ বিভিন্ন দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ অংশ নেন। পর্যালোচনা সভায় জনজাতিদের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ণের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। তিনি বলেন, বর্তমানে এই কমিশন প্রতিটি রাজ্যে ২ থেকে ৩ দিন ধরে ৫ থেকে ১০ টি জনজাতি অধ্যুষিত এলাকা পরিদর্শন করে। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক ও স্বশাসিত সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎ করা হয়। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের জনজাতি উন্নয়নে যেসকল প্রকল্প রয়েছে সেসব ঠিক ঠিক ভাবে বাস্তবায়ণ হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা কমিশনের প্রধান দায়িত্ব। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সিকল সেল অ্যানিমিয়া রোগ প্রতিরোধে জনসচেতনতার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেন, এ রাজ্যের জনজাতি অংশের ছেলে-মেয়েরা আরও শিক্ষিত হলে তাদের জীবনযাত্রার মান যেমন উন্নত হবে তেমনি তাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে কমিশনের সদস্য নিরুপম চাকমা ও সদস্যা ড. আশা লাকরা উপস্থিত ছিলেন।

******